দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 10 1999 ...
পৃঃ ৩য় কলাম .. 2 ......

131

শিক্ষা বিস্তারের ক্রমধারা

বাংলাদেশের একটি জেলা সমীক্ষা

একটি জেলায় গত ২৬ বছরে শিক্ষিতের হার বেড়েছে মাত্র ২.৪০%। এই শ্লথধারা অব্যাহত থাকলে অতি দ্রুত জাতিকে শিক্ষিত করে তোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে ঃ

মীর-ইউসুফ আলী

জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের সৃষ্টিধর্মী চিন্তা এবং কায়িক শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষা একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে বিবেচিত। একটি জেলা সমীক্ষার আলোকে এই মৌলিক বিষয়টির ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে গত ২৬ বছরে শিক্ষিতের হার বেড়েছে মাত্র ২.৪০%। অথচ গত আড়াই যুগে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমাদের কতই না বাকসর্বস্ব প্রচারণা হয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মোট জনসংখ্যাকে শিক্ষিত করতে আমাদের কত শতাব্দী ব্যয় করতে হবে— কে জানে?

বৃহত্তর ফরিদপুর হচ্ছে, এ সমীক্ষার আওতাভুক্ত জেলা। শিক্ষিত জনসংখ্যা, স্তরভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিভিন্ন পত্রিকা ও ক্লাবের তথ্যচিত্র সমীক্ষার বিষয়বস্তু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৯৬১ সেন্সার্স মূলে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ৩১,৭৮,৯৪৫ জন লোকের মধ্যে ৪,৬১,৭৬৬ জন শিক্ষিত ছিল। পুরুষ ও মহিলা শিক্ষিত জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,৫৮,৯৭৭ ও ১,০২৭৮৯। পুরুষ ও মহিলাভেদে শিক্ষার হার যথাক্রমে ২৬.৮% ও ৮%, গড় হার ১৭.৪০%।

বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার ৪৭,৬৩,৭৩৭ জনের মধ্যে ৮৩,৯,৬৬৪ জন শিক্ষিত। শিক্ষিতের হার ১৯.৮%। গত ২৬ বছরে শিক্ষার হার বেড়েছে মাত্র ২.৪০%। বর্তমান ফরিদপুর জেলার ১৩,৬৫,৯৬০ জন লোকের মধ্যে ২,৬৯,১৭২ জন শিক্ষিত। শিক্ষিতের হার শতকরা ২৫.৯%। মহিলা ও পুরুষ শিক্ষিতের হার যথাক্রমে ১৩.৩% ও ২৮.২%। ফরিদপুর পৌর এলাকার ৬৭০০০ জনের মধ্যে ৩৪.৮৪০ জন শিক্ষিত। পৌর এলাকার শিক্ষার হার ৫২%।

হাইস্কুল ঃ ১৯২২-এর দিকে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় মোট ৪৬টি হাইস্কুল ছিল। ১৯৪৭-৪৮-এর দিকে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১১৭ এবং ছাত্রছাত্রী, সংখ্যা ছিল ২,৪৫,১৬। ছাত্র ২৩,৯২২ ও ছাত্রী ৫৯৪ জন। বর্তমানে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ৪৬৫টি হাইস্কুলে ৫৩৭৬ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর পরিচালনায় ১,৩৮,০০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। বর্তমান ফরিদপুর জেলায় ৮৪টি হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ২৮,২০৭ জন। ছাত্র ২০,০৬৭ ও ছাত্রী ৮১৪০ জন। এসব প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৯৫৮ জন। শিক্ষক ৮৮৩ জন, শিক্ষিকা ৭৫ জন। শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীর গড় অনুপাত ২৯ঃ১।

কলেজ ঃ ১৯১৮ সালে বৃহত্তর ফরিদপুরে মাত্র ১টি কলেজ (রাজেন্দ্র কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৪২ সালে রামদিয়াতে শ্রীকৃষ্ণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে ফরিদপুরে কলেজশিক্ষার প্রসার ঘটে। তৎপরবর্তী ১৯৪৮ সালে মাদারীপুরে নাজিমুদ্দিন কলেজ, ১৯৫০ সালে গোপালগঞ্জে বর্তমান বঙ্গবন্ধু কলেজ, ১৯৬১ সালে রাজবাড়ী কলেজ, ১৯৬৪ সালে বরহামগঞ্জ কলেজ, ১৯৬৫ সালে ভাঙ্গা কলেজ, ১৯৬৬ সালে বোয়ালমারী কলেজ ও সারদা সুন্দরী কলেজ এবং ১৯৬৮ সালে ইয়াছিন কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফরিদপুর জেলার উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয়। এ সময় কলেজের সংখ্যা ছিল ১০টি। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বর্তমান ৩১টি কলেজে ১৫,২৫৬ ছাত্রছাত্রী— ছাত্র ১২,৬৯৯ জন, ছাত্রী ২৫৫৭ জন ভর্তি হয়। কলেজে মোট শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা ৫৮৪ জন। শিক্ষক ৫৬৫ ও শিক্ষিকা ২৯ জন। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২৬ ঃ ১। বর্তমান ফরিদপুর জেলায় ১২টি কলেজ রয়েছে। কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তিসংখ্যা ৬৮০৪। ছাত্র ৫৫০৪, ছাত্রী ১৩০০ জন। ২৬৭ শিক্ষকের মধ্যে ২৩৮ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা ২৯ জন। ছাত্র, শিক্ষক অনুপাত ২৪ ঃ ১।

মাদ্রাসা ঃ ১৯৬৬-৬৭ সালে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ১৭০টি মাদ্রাসা এবং তাতে ১৬,৬৭০ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করত। বর্তমান বৃহত্তর এ জেলায় ৩৫৮টি মাদ্রাসা এবং তাতে ৫৭,৫৪০ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। ৩৮৯ শিক্ষকের পরিচালনায় বর্তমান ফরিদপুর জেলায় ৭০টি মাদ্রাসা রয়েছে এবং ৩৮৯ শিক্ষকের পরিচালনায় এতে ১২,৫৩৯ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। মাদ্রাসায় ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ৩২ ঃ ১। বর্তমান ফরিদপুরের মধ্যে ভাঙ্গা থানায় মাদ্রাসার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি— ৩২টি। ছাত্র ভর্তি হয় ৪৮০০ জন। বোয়ালমারীতে ১৬টি, ছাত্র ভর্তি হয় ৩৯০৯ জন। ফরিদপুর সদরে ৪টি, ছাত্র ভর্তি হয় ৯৬৮ জন। চরভদ্রাসন ও সদরপুরে মাদ্রাসার সংখ্যা ১টি করে।

মসজিদ ঃ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় বর্তমান জামে মসজিদ ও অন্য মসজিদ সংখ্যা ৮১৮১টি এবং ইমাম সংখ্যা ৬৪০৩। বর্তমান ফরিদপুর জেলায় মসজিদ সংখ্যা ২১৭৫ এবং ইমাম সংখ্যা ১৩৫৯। সদরপুর বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে উরসকালীন সময়ে লাখ লাখ লোক আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত হয়।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ বৃহত্তর এই জেলার মধ্যে ফরিদপুর সদর ও মাদারীপুর জেলা সদরে ২টি প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ৭৫% শহরের লোক এসব কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল শিক্ষা কার্যক্রম ঃ সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমের ফলাফলের অপচয়রোধে সরকারের কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বর্তমান ৯টি প্রতিষ্ঠান সক্রিয় রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০০০ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন ট্রেড কোর্সে ৬১ শিক্ষকের পরিচালনায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বর্তমান ফরিদপুর ১টি মাত্র কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২২ শিক্ষকের পরিচালনায় বিভিন্ন ট্রেডে ১০০০ ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

ক্লাব, লাইব্রেরী ও পত্রপত্রিকা ঃ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে বেশকিছু ক্লাব, লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। ১৯৬৮ সালে ঐ ক্লাবের সংখ্যা ছিল ৮২টি। ফরিদপুর টাউন বঙ্গবন্ধু লাইব্রেরী, ফরিদপুর শেরে বাংলা লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী, গোপালপুর কোহিনুর লাইব্রেরী, ভাঙ্গা নোমানী লাইব্রেরী, মাদারীপুর পাবলিক লাইব্রেরী, রাজবাড়ী সদর লাইব্রেরী, নজরুল পাবলিক লাইব্রেরী, গোপালগঞ্জ পালং নুরুল আলম পাবলিক লাইব্রেরী শরীয়তপুর, পাঠাগার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কমলাপুর বয়াম সমিতি, টাউন ক্লাব জেলা যুবকল্যাণ বোর্ড ও বিলনালিয়া প্রগতি সংঘ ফরিদপুরের শরীর চর্চারকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পত্রপত্রিকা ঃ ১৮৬১ সালে ফরিদপুর দর্পণ পত্রিকার মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা পত্রপত্রিকার জগতে প্রবেশ করে। ১৯৬৮'র দিকে চন্দনা রাজবাড়ী ও গণমন ফরিদপুর থেকে পত্রিকা প্রকাশ পায়। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা থেকে বর্তমানে প্রায় ৫০টি পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এর কোন কোনটি সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

জনসংখ্যা স্থির থাকলে হয়ত শিক্ষা বিস্তারের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার সন্তোষজনক হার বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো। কিন্তু যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সে. তুলনায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে স্কুল-কলেজ, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের প্রসার বা বিস্তার ঘটেনি। বর্তমান শিক্ষার হারকে সন্তোষজনক পর্যায়ে উত্তরণ ঘটাতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তারে পৌর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘনত্বের মতো গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাকে সম্প্রসারণ করা। পৌর এলাকার শিক্ষিতের হার ৫২%। পৌর এলাকায় বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ শিক্ষা খাতে মুনাফার জন্য বিনিয়োগ করছে। বেসরকারী বিনিয়োগকারীর নিকট এটি আর এখন সামাজিক খাত নয়। গ্রামাঞ্চলে এ বিষয়ে বেসরকারী দৃষ্টিভঙ্গি এখনও অগ্রসরমাণ নয়। সেক্ষেত্রে সরকারকেই সামাজিক খাত হিসাবে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানের দীপ্তিমান আলো যত তাড়াতাড়ি জাতির হৃদয় মন্দিরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তত তাড়াতাড়ি জাতি পূর্বাকাশের মেঘ কেটে সূর্যস্নাত ভোরের আলোয় জেগে উঠবে, সেই প্রত্যাশার জন্য অপেক্ষা করা যায়।